গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
www.dme.gov.bd
গাইড হাউস (৭ম ও ১০ম তলা), নিউ বেইলী রোড,
ঢাকা-১০০০।

জরুরি

স্মারক নম্বর: ৫৭.২৫.০০০০.০০১.০৮.০০৩.২০.২৮

তারিখ: ২৯ বৈশাখ ১৪২৭
১২ মে ২০২০

বিষয়: **গাইবান্ধা জেলাধীন সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ভূরারঘাট এম. ইউ. বহুমুখী ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার বেতন বিল স্বাক্ষর করনের নিমিত্তে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) নিরূপণ প্রসংঙ্গে ।**

সূত্র: সুত্র: ভূরারঘাট এম. ইউ. বহুমুখী ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমীনের ২৯/০৪/২০২০ খ্রীঃ তারিখের স্মারক নং-ভূফামা/ সুঃ/গাঃ/১১৩/২০২০ আবেদনপত্র।

১। সুত্রোক্ত পত্রের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গাইবান্ধা জেলাধীন সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ভূরারঘাট এম. ইউ. বহুমুখী ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আজিজুর রহমান বিগত ৩১/০১/২০২০ খ্রীঃ তারিখে অবসরে যাওয়ার প্রাক্কালে মাদ্রাসাটির গভর্নিংবডির কার্যক্রম মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-৪১২৬/২০১৭ এর ২৮/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ মোতাবেক ২৬/২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত স্থগিত থাকায় মাদ্রাসাটির অধ্যক্ষের দায়িত্ব কে পালন করবেন তা নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যেহেতু ফাজিল মাদ্রাসার গভর্নিংবডির অনুমোদন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে থাকেন, তাই উপাধ্যক্ষ না থাকায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মারক নং- ইআবি/ রেজিঃ/ প্রশাঃ/২০১৫/৪০৭৩ তাং ০১/১১/২০১৭ মূলে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার এমপিও অনুযায়ী জেষ্ঠতম শিক্ষক মাদ্রাসাটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বে থাকবেন।

২। আবেদনকারীর আবেদন থেকে জানা যায়, অধ্যক্ষের অবর্তমানে কে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকবেন এ প্রশ্নে আবেদনকারী মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমীন মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং ১৩৪৪৯/২০১৮ দায়ের করলে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা “Accordingly, we direct the respondent no-04, to dispose of the representation of the petitioner dated 31.07.2018 (annexure- "E" to the petition) within 60 (sixty) days from the date of receipt of a copy of this order. with this direction, the writ petition is summarily disposed of without any order as to costs” এর প্রেক্ষিতে respondent no-04, রেজিষ্ট্রার, ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর স্মারক নং- ৮৯৯১ তাং ০১/১০/২০১৯ মূলে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার এমপিও অনুযায়ী জেষ্ঠতম শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পনের নির্দেশ প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে, বর্ণিত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জনাব মো আজিজুর রহমান তাঁহার অবসরে যাওয়ার প্রাক্কালে স্মারক নং- ভূফামা/ সুঃ/গাঃ/০৭৫/২০১৯, তাং১৪/১১/২০১৯ পত্র দ্বারা ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশটি বাস্তবায়ন করেন এবং জেষ্ঠতম শিক্ষক ও একমাত্র সহকারী অধ্যাপক মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমীনকে অধ্যক্ষের দায়িত্বভার অর্পন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি মাদ্রাসার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা সহ ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণাংগ এডহক কমিটি অনুমোদনের প্রস্তাব করলে বিশ্ববিদ্যালয় ০৯ মার্চ, ২০২০ খ্রীঃ তারিখের ইআবি/রেজি/প্রশা/ফাগব/র/-৪৩/২০১৭/২৫১স্মারকে ৫(পাঁচ) সদস্যের পূর্ণাংগ এডহক কমিটি অনুমোদন করেন।

৩। আবেদনকারীর আবেদন থেকে আরও জানা যায় যে, মাদ্রাসাটিতে অবৈধ ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ও পরবর্তীতে বহিস্কৃত উপাধ্যক্ষ/ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন উপরোক্ত ২নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা উপেক্ষা করে বিকল্প পদ্ধতিতে বেতন বিল প্রদান সম্পর্কিত মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-১৭৫৮/২০২০ এর ১০/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ “Accordingly, we direct the respondent no-04, Deputy Commissioner, Gaibandha is directed to dispose of the representation/application dated 02.02.2020 (annexure- "D") to the write petition submitted before him by petitioner within a period of 30 (thirty) days from the date of receipt of this

order, in accordance with law and communicate the decision of the petitioner. with the observations and directions the application is disposed of" মোতাবেক জেলা প্রশাসক কার্যালয় হতে শিক্ষক কর্মচারীদের জানুয়ারী/২০২০ থেকে মার্চ/২০২০ মাসের বেতন বিল উত্তোলন করেছেন।

৪। মহামান্য হাইকোর্টের উপরোক্ত আদেশ মোতাবেক আদেশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা আইনানুগভাবে (in accordance with law) মাদ্রাসাটির কেবলমাত্র বৈধ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত বেতন বিলে প্রতিস্বাক্ষরের ব্যবস্থা করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন এটাই প্রশাসনিক রীতি। কিন্তু ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) আবেদনকারী মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমীন উপর্যুপরি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে যোগাযোগ করেও আইনানুগ প্রতিকার পাননি। জেলা প্রশাসক কার্যালয় হতে বিজ্ঞ সরকারী কৌশুলীর মতামত নেয়া হলেও আবেদনকারীর দাখিলকৃত সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ প্রমানাদি বিবেচনায় নেয়া হয়নি যা অনভিপ্রেত।

৫। আবেদনকারীর আবেদন এবং অত্র কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন কোনরূপ বিধিবিধানের তোয়াক্কা না করে নিজেকে উপাধ্যক্ষ নিয়োগ সহ আরও চারজন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দিলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুস্পষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে পূর্বতন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর যথাযথ তদন্তপুর্বক উক্ত নিয়োগ বাতিল কেরেন এবং এমপিও স্থগিত করে স্থায়ীভাবে এমপিও শিট থেকে তাদের নাম কর্তনের সুপারিশ করেন। উক্ত বহিস্কৃত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন উক্ত পাঁচজন শিক্ষকের সরকারি অংশের বেতন ভাতাদি ছাড় করন সংক্রান্ত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ০৩/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের একটি পত্র ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ২৬/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের অপর একটি পত্র মোট দুটি জাল পত্র তৈরি করে তাদের স্থগিতকৃত এমপিও চালু করনের প্রচেষ্ঠা করলে তাহার/ জালিয়াত চক্রের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণর জন্য (১) এ.আই জি, সিআইডি, সহ (২) জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধাকে স্মারক নং- ৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০৪.০৬০.১৮-৬৯ তাং ১৯/০৩/২০২০ খ্রিঃ পত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৫। উপরন্ত, শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের শাখা-১৪ এর পত্র নং-শিম/শাঃ১৪/অভিঃ২/২০০৮ (অংশ-৩)/ ১৩৬ তাং ১৯/০৬/২০১৪ ও একই মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাঃ১৪/অভিঃ২/২০০৮(অংশ-৩)/১৬৮ তারিখ ১০/০৬/২০১৮ এর নির্দেশ মোতাবেক বহিস্কৃত উপাধ্যক্ষ জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেনকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ সম্পর্কীত ০১/০২/২০২০ খ্রীঃ তারিখের ভুফামা/ সু/গা.০৩/২০ নং দায়িত্ব প্রদানের পত্রটি এখতিয়ার বহির্ভূত। কারণ মাদ্রাসাটির গভর্নিংবডির কার্যক্রম মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-৪১২৬/২০১৭ এর ২৮/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ মোতাবেক ২৬/২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত স্থগিত ছিল এবং যার মেয়াদ ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। সুতরাং মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক স্থগিতকৃত গভর্নিংবডির ৩১/০১/২০২০ তারিখের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্তটি অবৈধ ও আদালত অবমাননার সামিল, যা আমলে নেয়া একজন জেলা প্রশাসকের দায়িত্বাধীন।

৬। যেহেতু বহিস্কৃত উপাধ্যক্ষ জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেনকে মহামান্য হাইকোর্টের স্থগিতকৃত ও অকার্যকর গভর্নিংবডি কর্তৃক এখতিয়ার বহির্ভূত ভাবে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে; যেহেতু জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন এর অনিয়ম দূর্নীতি ও জালিয়াতি তদন্তে প্রমানিত হয়েছে এবং যেহেতু মোঃ সাখাওয়াত হোসেন র্কতৃক সরকারি অংশের বেতন ভাতাদি ছাড়করন সংক্রান্ত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ০৩/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের একটি পত্র ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ২৬/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের অপর একটি পত্র মোট দুটি জাল পত্র সৃজন করে সরকারি অংশের বেতন ভাতাদি ছাড়করণের প্রচেষ্টা নেওয়ায় তাহার নাম মাদ্রাসাটির এমপিও তালিকায় স্থগিত করা হয়েছে; তাই তিনি বৈধ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নন এবং মাদ্রাসাটির শিক্ষক কর্মচারীদের সরকারী বেতন বিলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে স্বাক্ষর করার কোন বৈধতা নেই।

৭। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৭.৪ অনুচ্ছেদে বেতন-বিলে স্বাক্ষরের বিষয়ে উল্লেখ আছে "প্রতিষ্ঠান প্রধানের অবর্তমানে প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান এবং তার অবর্তমানে জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক প্রধানের স্থলে স্বাক্ষর করবেন।" এবং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় ০২ নং অনুচ্ছেদের বর্ণিত পত্রের নির্দেশনার আলোকে মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমীন প্রতিষ্ঠানটির এমপিও অনুযায়ী জেষ্ঠতম শিক্ষক (সহকারী অধ্যাপক) হওয়ায় বৈধ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। সুতরাং কেবল মাত্র

মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমীন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দাখিলকৃত শিক্ষক-কর্মচারিদের সরকারী অংশের বেতন-ভাতার বিলে জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা বা তার উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রতিস্বাক্ষর করতে পারেন।

৮। বর্ণিতাবস্থায়, ভূরারঘাট এম. ইউ. বহুমুখী ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার বেতন-ভাতার বিল মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-১৭৫৮/২০২০ এর ১০/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের আদেশের প্রেক্ষিতে আইনানুগভাবে (in accordance with law) কেবলমাত্র বর্তমানে কর্মরত অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমীনের স্বাক্ষরে শিক্ষক-কর্মচারিদের সরকারি অংশের বেতন-ভাতা উত্তোলনের নির্দেশ প্রদান করা হল।

৯। উল্লেখ্য যে, মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং ২৭০৭/২০২০ এর ০৩/০৩/২০২০ এর স্থগিতাদেশ বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক অকার্য্যকর বিবেচিত হলে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মারক নং- ২৫১ তাং ০৯/০৩/২০২০ খ্রিঃ পত্র মোতাবেক মাদ্রাসাটি কার্যক্রম পরিচালিত হবে মর্মে জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধাকে পত্র দেয়া যেতে পারে।

১২-৫-২০২০
সফিউদ্দিন আহমদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

জেলা প্রশাসক
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা

স্মারক নম্বর: ৫৭.২৫.০০০০.০০১.০৮.০০৩.২০.২৮/১(৬)

তারিখ: ২৯ বৈশাখ ১৪২৭
১২ মে ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিব, সচিবের দপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২) সচিব , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৩) রেজিস্ট্রার, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
৪) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।
৫) ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।
৬) অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), ভূরারঘাট এম. ইউ. বহুমুখী ফাযিল (ডিগ্রী মাদ্রাসা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।)

১২-৫-২০২০
সফিউদ্দিন আহমদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)